ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

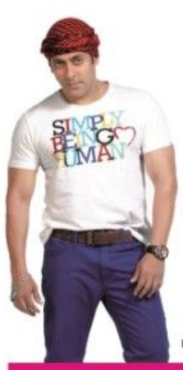

শাহরুখের 'জওয়ান' নিয়ে উচ্ছ্বসিত সালমান যা বললেন — পৃঃ ৫

আল নাসরকে দলবদলে নিষেধাজ্ঞা দিল ফিফা — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯৮ ● কলকাতা ● ০২ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১৯ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

প্রধানমন্ত্রী মমতা, আপত্তি নেই সোনিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিঃশব্দতাও অনেক কথা বলে দেয়। দূরত্ব যে দ্রুত কমছে সেটা ক্যামেরার ফ্রেমেই ধরা পড়েছে। দুইজনের একান্ত কথোপকথন বলে দিচ্ছে সঠিক ট্র্যাকে দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এবার সূত্রে জানা গেল, দুইজনের একজন প্রধানমন্ত্রী হলে অপরজনের তাতে কোনও আপত্তি নেই। নজরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোনিয়া গান্ধি। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির শাসনের অবসান ঘটাতে কংগ্রেস অনেক স্বার্থই ত্যাগ করতে প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসাবে বা জোটের বড় শরিক হিসাবে কংগ্রেস কোনওরকম ছড়ি ঘোরাতে চায় না। লক্ষ্য একটাই যে কোনও মূল্যে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নরেন্দ্র মোদির অপসারণ এবং কেন্দ্রের সরকার থেকে বিজেপিকে হটানো। আর তাই সোনিয়ে নিজে জোটের রাশ নিজের হাতে রাখছেন, তা রাহুল বা কংগ্রেসের অপর কারও হাতে ছেড়ে দেননি। বুঝিয়ে দিলেন তিনি এখানে কংগ্রেস সভানেত্রী হিসাবে নয়, জোটের শীর্ষনেত্রী হিসাবেই অবস্থান করবেন। মল্লিকার্জুনকে পাশে বসিয়ে যেমন বার্তা দিয়েছে কংগ্রেস তাঁর পাশে থাকছে তেমনি মমতাকে পাশে বসিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাংলার অগ্নিকন্যাই আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। তবে এখনই দুই দলের তরফে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে কাউকেই তুলে ধরা হবে না। ২৪'র ভোটে

এরপর ৩ পাতায়

পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলেও

বিরোধী দলগুলিকে বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০ লক্ষ কোটি টাকার গ্যারান্টি দিতেই বেঙ্গালুরুতে বৈঠকে বসেছে বিরোধী দলগুলি- এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার পোর্ট ব্লেয়ারের বিমানবন্দর উদ্বোধনের ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধীদের মহাজোটকে আক্রমণ করলেন তিনি। মোদি সাফ জানালেন, বিরোধীদের দোকানে আসলে দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।ভারচুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২৪ সালে বিজেপিকেই ভোট দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন সাধারণ মানুষ। সেটা বুঝতে পেরেই দেশের দুর্দশার জন্য দায়ী দলগুলি নতুন করে দোকান খুলেছেন, ২৪'এর জন্য ২৬টি দল একজোট হয়েছে। এদের দোকানে যা জিনিস মেলে, সেগুলি বানায় একজন আর লেবেলে থাকে অন্যজনের নাম। আসলে এই দোকানে গেলে ব্যাপক দুর্নীতি পাওয়া যাবেই, সেই গ্যারান্টি দিতেই বেঙ্গালুরুতে বৈঠকে বসেছে দলগুলি।'

পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলেও বিরোধী দলগুলিকে বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের আদর্শ হল বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল। কিন্তু এই দলগুলি পিপলের বদলে পরিবারকে গুরুত্ব দেয়। দেশের মানুষের চেয়ে পরিবারের উন্নতিই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।' প্রধানমন্ত্রীর মুখে উঠে আসে সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন হিংসার কথাও। তিনি বলেন, বাম-কংগ্রেসের কর্মীরা আক্রান্ত হলেও নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে চুপ করে রয়েছেন দলের নেতারা। তাঁরাই দলীয় কর্মীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।'এই জোট আসলে একটি জিনিস তৈরি করে সেখানে অন্য সংস্থার লেবেল লাগানোর মতো বিষয়।

এরপর ৩ পাতায়

আর্থিক অনিয়মের দায়ে সোমবার বেশি রাতে ইডি-র হাতে গ্রেফতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে গ্রেফতার ব্যবসায়ী কৌস্তুভ রায়। সোমবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করেছে ইডি। তার আগে দীর্ঘ ক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।কৌস্তুভকে সোমবার বেশ কিছু নথি নিয়ে হাজিরা দিতে বলেছিল ইডি। সূত্রের খবর, সেই নথিতে অসঙ্গতি মিলেছে। সেই কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়ে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত, কৌস্তুভ একটি টিভি চ্যানেলের কর্তা। বিরোধীদের দাবি, তিনি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন সময় তাঁকে শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। প্রকাশ্যে না থাকলেও দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে পরোক্ষ ভাবে সর্বদাই যুক্ত থাকতেন কৌস্তুভ। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ মামলায় যখন কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রথম বার তলব করেছিল, তখন পার্থের সঙ্গী হতে দেখা গিয়েছিল কৌস্তুভকেও।সম্ভবত ওঁর গ্রেফতারির নেপথ্যেও সেই রাজনৈতিক কারণই রয়েছে। যখন বেঙ্গালুরুতে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিরোধীদের বৈঠক হচ্ছে, সেই সময়ই কৌস্তুভকে ইডির গ্রেফতার করা সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে।" এখন দেখার, কৌস্তুভের গ্রেফতারি নিয়ে তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয় কি না।

কৌস্তুভের বিরুদ্ধে এর আগেও অনেক বার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর অফিস এবং বাড়িতে কয়েক মাস আগেই হানা দিয়েছিল আয়কর দফতর।

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

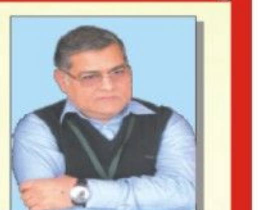

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

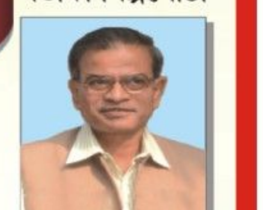

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

একুশে জুলাই শহীদ দিবস

উদযাপন উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে গোপীবল্লভপুরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী সময়ে অশান্তি এবং রক্তারক্তির ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি উত্তাল তখন দলের ২১ শে জুলাই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করলো

গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের প্রয়োজন মেটাতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে হল রক্তদান শিবির। ব্যোম নীলিমা সারস্বত গ্রামীণ পাঠাগারে মঙ্গলবার গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে তৃণমূলের একাধিক যুব কর্মীদের পাশাপাশি রক্তদানে এগিয়ে এলেন এলাকার বহু শুভানুধ্যায়ী যুবক রক্তদান করতে এগিয়ে আসেন। রক্ত সংগ্রহ করে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। মুমুর্ষু রোগীদের আপৎকালীন রক্তের প্রয়োজন পড়লে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। সংগ্রহ করতে হচ্ছে নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্তদাতা।তবে হচ্ছে চিকিৎসা। এরকম পরিস্থিতি এগিয়ে আসেন গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সত্যকাম পট্টনায়েক। কয়েকদিন ডোনার যোগাড় করে কয়েকজনের রক্তের চাহিদা মেটান। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেন একুশে জুলাই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে দলের যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির করার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার রক্তদান শিবিরের আয়োজনও হয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে আসেন বহু শুভানুধ্যায়ী মানুষজন। ওই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি সুরজিৎ হাঁসদা, তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক সত্যরঞ্জন বারিক, গোপীবল্লভপুর এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত মহাকুল ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের সভাপতি সত্যকাম পট্টনায়ক, ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি স্বপন দাস সহ আরো অনেকে।রক্তদান শিবিরে উপস্থিত সকল অতিথিগণ সকল রক্তদাতাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

দুবাই অর্থনীতি ও পর্যটন ভারতে সেকেন্ডারি বাজারগুলিকে লক্ষ্য করে,

জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ২৩% বেশি দর্শনার্থীর আগমন অর্জন করেছে

Kolkata 17th July, 2023 : নিউজ সারাদিন : গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ মৌসুমের আগে, দুবাইয়ের অর্থনীতি ও পর্যটন বিভাগ (ডিইটি) বছরের প্রথমার্ধে ভারত জুড়ে মেট্রো শহর সহ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের বাজার সহ বাণিজ্য কর্মশালা, মেগা পরিচিতি ট্রিপ, প্রদর্শনী এবং রোডশোর মতো বি২বি ভ্রমণ বাণিজ্য ব্যস্ততার মাধ্যমে গন্তব্য প্রদর্শনের জন্য তার প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৩ সালের প্রথম ৫ মাসে দুবাইএ রাতারাতি পর্যটন সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য ২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুবাইয়ের অর্থনীতি ও পর্যটন বিভাগের দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান বদর আলী হাবিব বলেছেন, "ভারত আমাদের জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার, এবং আমরা ভারতীয় ভ্রমণকারীদের কাছে গন্তব্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০১৯ সালের তুলনায় রাতারাতি ভিজিটর সংখ্যা ২৩% বৃদ্ধির সাথে আমাদের প্যান-ইন্ডিয়া আউটরিচ অসাধারণ ফলাফল দিয়েছে। বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ১ মিলিয়ন দর্শক অতিক্রম করেছে। আমরা বহু-শহরের রোডশো, বাণিজ্য কর্মশালা, এবং মেগা পরিচিতি ভ্রমণের মাধ্যমে ভারতের প্রশস্ততা এবং গভীরতাকে কভার করেছি, পাশাপাশি এসএটিটিই ২০২৩ এবং এটিএম ২০২৩-এর মতো প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ভারত থেকে আমাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতে ১ নম্বর বহির্মুখী গন্তব্য হিসেবে আমাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতে পেরেছি। ব্যতিক্রমী ফ্লাইট সংযোগ, একটি সুবিধাজনক ভিসা প্রক্রিয়া, এবং ভারতীয় বাজারে আমাদের চলমান প্রতিশ্রুতি সহ, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের আসন্ন উদ্যোগগুলি দুবাইয়ের বৈচিত্র্যময় আকর্ষণ, বহুসাংস্কৃতিক স্থাপনা এবং হোটেল এবং আকর্ষণগুলির প্রাচুর্য সম্পর্কে সচেতনতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে, যা এটিকে সেরা পছন্দ করে তুলবে। ভারতীয় পর্যটকদের জন্য।"

আচার্য তুলসী একাডেমী অর্কিডস

দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে উওণ প্রদর্শনীর

● শিক্ষার্থীরা তাদের বন্ধু এবং শিক্ষিকাদের কাছে DIY আইটেম বিক্রি করে
● এই কার্যক্রম তাদের ব্যবসা দক্ষতা বৃদ্ধি করে

কলকাতা, ১৮ই জুলাই ২০২৩: নিউজ সারাদিন : প্রথম DIY প্রদর্শনী আচার্য তুলসি একাডেমি অর্কিডস দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দ্বারা ৬ এবং ৭ শ্রেণীর ছাত্রদের ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত হল। তারা এখন পর্যন্ত তাদের ক্লাসে তৈরি করা শিখেছে এমন বিভিন্ন DIY আইটেম প্রদর্শন করে। পণ্যগুলি হস্তনির্মিত সাবান থেকে শুরু করে হস্তনির্মিত বুকমার্ক থেকে ডেস্ক বর্জ্য বিন থেকে হস্তনির্মিত লোশন পর্যন্ত। সমস্ত আইটেম বিক্রি করা হয়েছিল এবং ছাত্ররা তাদের পণ্যগুলি উচ্চ গ্রেডের ছাত্রদের এবং স্কুলের কর্মীদের কাছে বিক্রি করেছিল।

DIY প্রদর্শনীর পাশাপাশি, শিক্ষার্থীরা তাদের FLP (আর্থিক সাক্ষরতা) দক্ষতাও বাড়িয়েছে। তারা দর কষাকষি করছিল, ছাড়, বিল এবং জিএসটি চাইছিল, যা তাদের পাঠ্যক্রমের একটি অংশ। তারা একটি পণ্যের দামকে একে অপরের থেকে আলাদা করে তোলে এবং একই সময়ে, তারা তাদের বিক্রয়ের লাভ এবং ক্ষতির মার্জিনও গণনা করেছে।

আচার্য তুলসী একাডেমী অর্কিডস দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, নিউটাউনের শিক্ষাবিদদের ভিপি শ্রীমতি পারমিতা মিশ্র বলেন, "আমাদের শিক্ষার্থীদের একটি DIY প্রদর্শনী এবং পণ্যের সাথে দর কষাকষি করতে দেখে গর্ব হয়েছিল, আমিও একজন ক্রেতা ছিলাম এবং সত্যি কথা বলতে আমি খুব গর্বিত বোধ করেছি যখন আমার ছাত্ররা পণ্য এবং দাম এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছিল। আমি মনে করি এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাবলম্বী মনোভাব বৃদ্ধি করবে।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

গণনায় অশান্তির অভিযোগে তৃণমূল কর্মীর

জেল হেফাজত, বিচারকের এজলাস বয়কট আইনজীবীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের রাজ্য জুড়ে হিংসার ঘটনা ঘটেছে। বহু বুথে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি ভোট লুটের অভিযোগ উঠেছে। গণনার দিনেও বহু জায়গা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় অনেককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেরকমই অশান্তির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী তথা দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতের মুহুরি রতন মণ্ডল।প্রসঙ্গত, এজলাস বয়কটের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও এজলাস বয়কটের ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাস বয়কট করেছিলেন তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, বিচারপতি একনায়কের মতো আচরণ করছেন। এই অভিযোগে রাজাশেখর মান্থার এজলাসে আইনজীবীদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এনিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন হাইকোর্টের ততকালীন প্রধান বিচারপতি।সেই ঘটনায় রতনকে আদালতে তোলা হলে তাঁর জেলে হেফাজতের নির্দেশ

এরপর ৩ পাতায়

এক ছাত্রীকে নির্দিষ্ট স্টপেজ ছেড়ে অনেক দুরে ফাঁকা স্টপেজে

নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগে,রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : নালাগোলা রাজ্য সড়কে বেপরোয়া গতিতে বাস চালানোয় দুর্ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষজন সরব হন মাঝে মধ্যেই।এবার সরব হলেন বাসে স্টুডেন্ট ভাড়া দেওয়ায় এক ছাত্রীকে নির্দিষ্ট স্টপেজ ছেড়ে অনেক দুরে ফাঁকা স্টপেজে নামিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে।ঘটনায় ক্ষুব্ধ মানুষজন মঙ্গলবার মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে কেন্দপুকুর এলাকায় পথ অবরোধ করেন।যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে বেসরকারি বাস মালিক ও কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসে অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে,সম্প্রতি একদিন আগে বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শিউলি হেমব্রম নামে এক ওমেন্স কলেজ ছাত্রী। বাড়ি ফিরতে তিনি একটি বেসরকারি বাসে উঠেছিলেন।কিন্তু বেসরকরি বাসের কনট্রাকটর কিছুতেই স্টুডেন্ট ভাড়া নিচ্ছিলেন না। এই নিয়ে বচসা হয়। ছাত্রীটি কন্ট্রাক্টরকে জানান স্টুডেন্ট ভাড়া নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এর পর ক্ষুব্ধ হয়ে কন্ট্রাক্টর নির্দিষ্ট স্টপেজে না নামিয়ে অনেক দুরে একটি ফাঁকা জায়গায় স্টপেজে নামিয়ে দেয় বলে অভিযোগ । সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে ছাত্রীটি কোনও মতে কোন গাড়ি না পেয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে সব কথা পরিবারের লোকেদের জানান। এরপরই ক্ষুব্ধ পরিবার সহ গ্রামবাসী মানুষজন মঙ্গলবার কেন্দপুকুরে পথ অবরোধ করেন। অবরোধ খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ প্রশাসন পৌছে বাসের মালিক পক্ষ এবং বাস কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলে দেন। এখন দেখার কবে,কখন এই আলোচনা হয়। আর বেসরকারি বাস কর্মীদের এমন মানসিকতার পরিবর্তন হয়কিনা তাও দেখার বিষয়।এছাড়াও আরো অভিযোগ রথবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে অনেক বাস কন্টাকটার স্টুডেন্টদের উঠতে দেয় না বলে অভিযোগ করন।

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

আর্থিক অনিয়মের দায়ে সোমবার বেশি রাতে ইডি-র হাতে গ্রেফতার

প্রায় দিন রাত এক করে তল্লাশি চালিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। সে সময় কৌস্তুভের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। কিন্তু তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌস্তুভকে সোমবার সকালে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানান, সকালে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিকেলে ইডির সঙ্গে দেখা করার সময় হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন কৌস্তুভ। তাঁর বক্তব্য মেনে নিয়ে ইডি তাঁকে বিকেল ৪টেয় হাজিরা দিতে বলেছিল।

সোমবার বিকেলেই ইডি দফতরে ঢুকেছিলেন কৌস্তুভ। টানা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রাত ১টা নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে ইডি সূত্রে খবর। কৌস্তুভের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা।

১-ম পাতার পর

পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলেও বিরোধী দলগুলিকে বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী

একইসঙ্গে বিরোধী জোটকে পারিবারিক গণতন্ত্র বলেও তোপ দাগেন মোদি। প্রসঙ্গত, বিরোধী বৈঠকের দিনই এনডিএ শরিকদের নিয়েও বৈঠকে বসতে চলেছে বিজেপি। সেখানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নিজেও।

ইতিমধ্যেই পাটনায় একবার বৈঠকে বসেছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় বৈঠক শুরুর আগে কেন্দ্রীয় অর্ডিন্যান্স নিয়ে একমত হয়েছে আপ ও কংগ্রেস। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিরোধী জোট আরও শক্তিশালী হয়েছে বলেই অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের। এহেন পরিস্থিতিতেই বিরোধী জোটকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর মুখে বিরোধী জোটের কটাক্ষই শোনা গেল।

১-ম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী মমতা, আপত্তি নেই সোনিয়ার

কোন দল কত আসন পায় সেটা দেখেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেখানে প্রতিটি জোট শরিকের মতামত গুরুত্ব পাবে। সব দল এক হয়েই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বেছে নেবেন। সোম সন্ধ্যা থেকেই দ্রাবিড়ভূমে শুরু হয়েছে মোদি তথা বিজেপি বিরোধী মহাজোটের দ্বিতীয় দফার বৈঠক। মূল বৈঠক যদিও এদিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার। কিন্তু সেই বৈঠকের সুর বাঁধা হয়ে গেল সোম সন্ধ্যায়। সোনিয়ার এক পাশে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং অপর পাশে বাংলার অগ্নিকন্যা তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে খুবই পছন্দ করতেন সোনিয়ার স্বামী তথা দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। সেই মমতাকে পাশে বসিয়ে সোনিয়া নিঃশব্দে দুটি বার্তা দিয়ে দিলেন। এক, তিনি মমতাকে পাশে চান এবং দুই, মমতা প্রধানমন্ত্রী হলে তাতে কংগ্রেস বা সোনিয়ার নিজের কোনও আপত্তি থাকবে না। কংগ্রেস সূত্রেও কার্যত তেমনটাই জানা গিয়েছে।

মমতা সোনিয়া সম্পর্ক চিরকালই এক সুরে বাঁধা থাকেনি। কখনও সেই সম্পর্কে নৈকট্য এসেছে আবার কখনও দূরত্ব বেড়েছে। তবে কেউই কারোর সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনও আক্রমণে যাননি, কুকথাও বলেননি। মাঝের দুইবছর যেমন তাঁদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তেমনি এখন সেই দূরত্ব ঘুচেও গিয়েছে। রাজীব যেমন মমতাকে খুব পছন্দ করতেন, তেমনি সোনিয়াও মমতাকে খুব পছন্দ করেন। মমতে কংগ্রেস ছেড়ে আলাদা দল গড়লেও সেই পছন্দের পরিবর্তন ঘটেনি। তা বার বার সামনেও এসেছে। এখন দেশ থেকে বিজেপিকে উতখাত করতে সেই সুসম্পর্কই জোটের ভিত্তি হয়ে উঠছে ক্রমশ। রাহুল গান্ধির প্রধানমন্ত্রী পদ নিয়ে তৃণমূলের তীব্র আপত্তি আছে। এমনকি রাহুলের নেতৃত্বে জোট গড়া নিয়েও জোড়াফুলের আপত্তি আছে। সেটা কংগ্রেস ও সোনিয়াও জানেন। আর তাই সোম সন্ধ্যায় কার্যত সোনিয়া বুঝিয়ে দিয়েছেন জোটের রাশ তিনি নিজের হাতেই রাখছেন। কেননা সেটা সব জোট শরিকই মেনে নেবে। সেই সঙ্গে মমতাকে পাশে টেনে বার্তা দিয়ে দিলেন যে তিনিই এই জোটের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠতে চলেছেন। আশেপাশে আর কেউ নেই।

বয়কটের পরও রাজারহাটের বুথে কীভাবে ৯৫ শতাংশ ভোট! তদন্তের নির্দেশ 'তাজ্জব' বিচারপতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোট বয়কট করেছিলেন এলাকার বাসিন্দা। তারপরেও বুথে ভোট পড়েছে ৯৫ শতাংশ। এহেন পরিসংখ্যান দেখে তাজ্জব হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাও। দিলেন তদন্তের নির্দেশও। ৩ আগস্টের মধ্যে দিতে হবে রিপোর্ট। এদিন বিচারপতি পুরো বিষয়টিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। পুরো বিষয়টিকে দেখার জন্য একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন আইজি ও ডিজিকে। ৩ আগস্ট বিষয়টি নিয়ে আদালতে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।রাজারহাট নিউটাউন এলাকার জ্যাংড়া-হাতিয়ারা দু'নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন কারণে ভোট বয়কট করেছিলেন।অথচ ওই এলাকার বুথ আবদুল কালাম আজাদ কলেজে প্রায় ৯৫ শতাংশ ভোট পড়ে। যা দেখে তাজ্জব এলাকার বাসিন্দারা। প্রশ্ন ছিল, বয়কটের পরও এত ভোট পড়ল কীভাবে? নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও করছেন তাঁরা। এনিয়ে হাই কোর্টে মামলা হয়।

মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি ছিল। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রিপোর্ট দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিচারপতিও।

৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ বৈঠকের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানের ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন-কাম-কনভেনশন সেন্টার (আইইসিসি)-এ আজ ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে সমন্বয় কমিটির ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব ডঃ পি কে মিশ্র। এই বৈঠকে নতুন দিল্লিতে ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বরের জি-২০ শীর্ষ বৈঠক আয়োজনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

শীর্ষ বৈঠকের ব্যবস্থাপনা, প্রোটোকল, নিরাপত্তা, বিমানবন্দরের সঙ্গে সমন্বয়, সংবাদমাধ্যম এবং পরিকাঠামো নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

জি-২০ শীর্ষ বৈঠককে সফল করতে সবকটি সরকারি সংস্থাকে একযোগে কাজ করার জন্য আবেদন জানান ডঃ মিশ্র।

শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাবিত জায়গাও পরিদর্শন করেন কমিটির সদস্যরা। বিভিন্ন সংস্থা যাতে মসৃণভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য নকল মহড়া চালানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক আয়োজনের নানা দিক নিয়ে কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাও জারি করা হবে। সেইসঙ্গে, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে আবার একটি পর্যালোচনা বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে দেশের ৫৫টি জায়গায় এ পর্যন্ত ১৭০টি বৈঠক হয়েছে। এছাড়াও, জুলাই ও অগাস্ট মাস জুড়ে মন্ত্রী পর্যায়ের বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জি-২০ শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সমন্বয় কমিটির হাতে অর্পণ করেছে মন্ত্রিসভা। এ পর্যন্ত সমন্বয় কমিটির ৫টি বৈঠক হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরও একগুচ্ছ বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত দোভাল, দিল্লির উপ-রাজ্যপাল শ্রী ভি কে সাক্সেনা, ক্যাবিনেট সচিব শ্রী রাজীব গৌবা সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ছত্তীসগড়ে ভোটের প্রচারে যাবেন বাংলার বিজেপি বিধায়কেরা, তালিকায় আছেন অর্জুন-পুত্র পবন

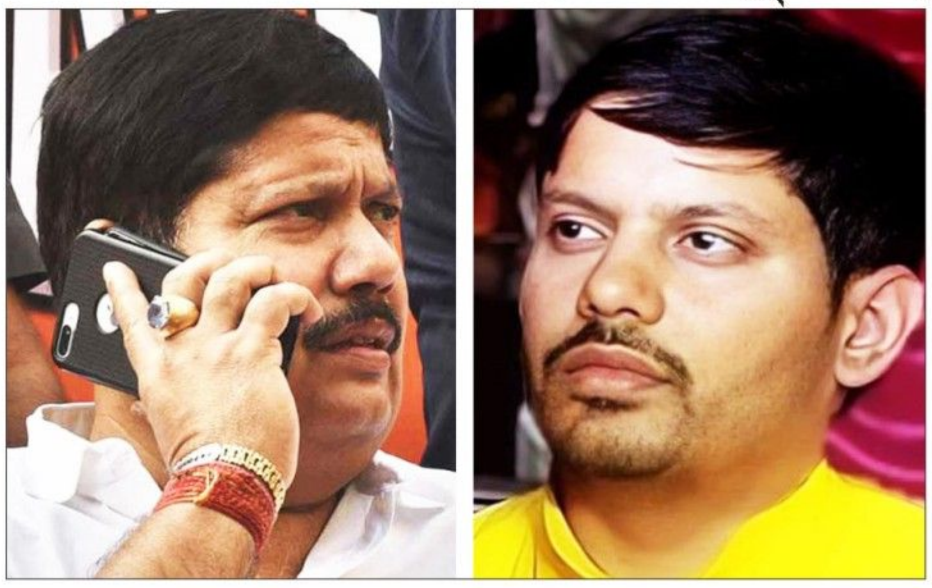

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির হয়ে ছত্তীসগড়ের ভোট প্রচারে অংশ নিতে যাবেন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগদানকারী সাংসদ অর্জুন সিংহের বিধায়ক পুত্র পবন সিংহ। গত বছর ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন দলবদল করে তৃণমূলে যোগদান করলেও, বিজেপিতে থেকে গিয়েছেন তাঁর পুত্র পবন। পিতা দলত্যাগ করলেও, বিজেপি বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় সরব হতেও দেখা যায় তাঁকে।গত বছর ২২ মে অর্জুন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলে, অনেকেই মনে করেছিলেন তাঁর পুত্র পবনও একই পথের পথিক হবেন। কিন্তু, পিতার দলবলের পর প্রায় এক বছর কেটে গেলেও পবন রয়ে গিয়েছেন বিজেপিতেই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হোক বা বিধানসভার অন্দরে কোন বিল বা ইস্যুতে ভোটাভুটি, সবেতেই ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পালন করেছেন নিজের দায়িত্ব। তাই তাঁর দলের প্রতি আনুগত্য লক্ষ করেই বিজেপির পরিষদীয় দল পবনকে ছত্তীসগড়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করছেন বাংলার রাজনীতির কারবারিদের একাংশ। প্রসঙ্গত, চলতি বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিধায়কদের ত্রিপুরা বিধানসভার ভোটের প্রচারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ছাড়াও এক ঝাঁক বিজেপি বিধায়ককে সেখানে প্রচারের কাজে লাগিয়েছিল বিজেপি। সেই কৌশল কাজেও এসেছিল বিজেপির পক্ষে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ছাড়াও বাংলার বিজেপি বিধায়কেরা যে সব আসনে প্রচার করেছিলেন তার বেশিরভাগেই জয় পেয়েছিল বিজেপি। এ বার ছত্তীসগড় পুনরুদ্ধারে সেই একই পথ অবলম্বন করতে চলেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।তাই এ বার সেই পবনকে ভিন্‌রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপির পরিষদীয় দল। আগামী নভেম্বর মাসে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে বিধানসভার ভোট হবে ছত্তীসগড়েও। লোকসভা ভোটের আগে এই তিন রাজ্যে বিজয়কেতন ওড়াতে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সেই প্রস্তুতি পর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি বিধায়কদেরও ছত্তীসগড়ে প্রচারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সম্প্রতি একটি নির্দেশ এসেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে। সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গাকে প্রচারে অংশ নিতে যাওয়া বিধায়কদের তালিকা তৈরি করতে বলেন শুভেন্দু।সোমবার রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রথম রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ জয়ের শংসাপত্র নিতে এসেছিলেন। সেই উপলক্ষে বিধানসভায় পরিষদীয় দলের ঘরে এসেছিলেন বিজেপির এক ঝাঁক বিধায়ক। সেই উপলক্ষে বিজেপি পরিষদীয় দলের ঘরে এসেছিলেন অর্জুনের বিধায়ক পুত্র পবনও। সেখানেই তাঁকে ছত্তীসগড়ে প্রচারে যেতে হবে বলে জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। নন্দীগ্রামের বিধায়কের কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়েছেন ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক। আনন্দবাজার অনলাইনের এক প্রশ্নের উত্তরে পবন বলেছেন, 'আমি দলের বিধায়ক। দল যা নির্দেশ দেবে, তা পালন করে চলব। যেখানে প্রচারে পাঠাবে সেখানেই যাব। ছত্তীসগড়ে যখন যেতে বলেছে তখন সময় মতো সেখানেও প্রচারে যাব।' বিজেপির পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, মোট ২৭ জন বিধায়ককে ছত্তীসগড়ে পাঠানো হবে। সেই তালিকায় পবন ছাড়াও রয়েছেন, অগ্নিমিত্রা পাল, অসীম সরকার, বিমান ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ, পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ, অশোক দিন্দা, মনোজ ওরাঁও প্রমুখ। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই ছত্তীসগড়ে যাবেন পবন।

নিয়ন্ত্রণ মূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, পরিষেবা, প্রয়োগ এবং বাণিজ্যিক মডেলের প্রসারের বিষয়ে" ভারতের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবপত্রের বিষয়ে মতামত জানানোর সময়সীমা বাড়ানো হল

নতুন দিল্লি, ১৮ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ "নিয়ন্ত্রণ মূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, পরিষেবা, প্রয়োগ এবং বাণিজ্যিক মডেলের প্রসারের বিষয়ে" ১৯ জুন, ২০২৩ একটি প্রস্তাবপত্র প্রকাশ করে। সেখানে উল্লিখিত বিষয়গুলির ওপর মতামত জানাবার শেষ দিন ছিল ২০২৩-এর ১৭ জুলাই। আপত্তির কথা জানানোর শেষ দিন ধার্য হয়েছিল ২০২৩-এর পয়লা আগস্ট। মতামত জানাবার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির অনুরোধের ভিত্তিতে স্থির হয়েছে লিখিত মতামত জানানো যাবে ২০২৩-এর ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আপত্তির কথা জানানো যাবে ২০২৩-এর ১৬ আগস্ট পর্যন্ত। এইসব মন্তব্য এবং আপত্তির কথা বৈদ্যুতিন ফর্মের মাধ্যমে ভারতের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের (ব্রডব্যান্ড অ্যান্ড পলিসি অ্যানালিসিস) পরামর্শদাতা সঞ্জীব কুমার শর্মার কাছে পাঠানো যেতে পারে। ইমেল আইডি - advbbpa@trai.gov.in।

২ পাতার পর

গণনায় অশান্তির অভিযোগে তৃণমূল কর্মীর জেল হেফাজত, বিচারকের এজলাস বয়কট আইনজীবীদের

দেন বিচারক অসিমানন্দ মণ্ডল। তারই প্রতিবাদে ওই বিচারকের এজলাস বয়কট করছে আদালতের তৃণমূলপন্থী বার অ্যাসোসিয়েশন। টানা ৫ দিন ধরে ওই বিচারকের এজলাস বয়কট করছেন আইনজীবীরা।আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণনার দিন অশান্তি পাকানোর ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল রতনের বিরুদ্ধে। ভোট গণনার দিন বিরোধী দলের কর্মীদের মারধর করার পাশাপাশি মেতে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত রতন মণ্ডল সহ ১১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর পরের দিন তাঁদের আদালতে পেশ করা হয়। রতনের আইনজীবীরা আদালতের তাঁর জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগের ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, রতনকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে বিচারকের এজলাস বয়কট অব্যাহত রেখেছেন আইনজীবীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে রতনকে জামিন দিতে হবে।জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের মহাকালী বিদ্যালয়ে ভোট গণনা চলছিল। কিন্তু ভোট গণনা কেন্দ্রে বিরোধীদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। তা নিয়ে ঝামেলা তৈরি হয়। সেখানে বিরোধীদের মারধর করা হয়। কংগ্রেস, বিজেপি এবং সিপিএমের প্রায় ১০ জন কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও তৃণমূল এই অস্বীকার করেছে। এই ঘটনায় বিরোধীরা থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ রতন মণ্ডল সহ ১১ জনকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, চাক তেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডলের স্বামী রতন মণ্ডল। তবে এজলাস বয়কট থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাদী-বিবাদী দু'পক্ষকে। প্রতিদিন বিচারকের এজলাসে প্রচুর মামলার শুনানি হয়ে থাকে। কিন্তু এই এজলাস বয়কট করার ফলে সেগুলির শুনানি হচ্ছে না।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯৮ সংখ্যা ১৯ জুলাই, ২০২৩ বুধবার ০২ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিজেপিকে রুখতে বেঙ্গালুরুতে একজোট ২৬ দল

সদ্য বিজেপিকে ধুয়ে মুছে দেওয়া কন্নড় রাজ্যে পা দিয়ে মনে হচ্ছিল, এমনই একটা বিজেপিমুক্ত ভারত দেখার সংকল্প নিয়ে আসুমদ্র হিমাচলের বিরোধী নেতানেত্রীরা এই রাজ্যে এসেছেন বলেই কি শহরজুড়ে 'ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড'পোস্টার। হতেই পারে। কারণ, মহাজোট হচ্ছে বুঝেই বিজেপিও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে বেঙ্গালুরু পৌঁছন মমতা। তৃণমূলের তরফে এসেছেন ডেরেক ওব্রায়েন। শরদ পাওয়ার ছাড়া পাটনা বৈঠকের সব নেতাই এসে গিয়েছেন। এই প্রথম কংগ্রেসের আহ্বানে ডাকা এত বড় বৈঠকে হাজির কেজরিওয়াল। সকালেই সাংবাদিক বৈঠক করে জোটের দ্বিতীয় সভার অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কে বেণুগোপাল, জয়রাম রমেশরা।

তাঁদের মূল কথা, আজকের বৈঠকে যোগ দেবে ২৬ দল। পাটনার চেয়ে আরও ১০টি বেশি দল। দ্বিতীয় বৈঠক থেকে আগামী কর্মসূচি ঘোষণা হবে। সংসদ খুলছে। যৌথ লড়াই করবে সব কটি দল। বিরোধিতা হবে দিল্লির অধ্যাদেশের। দেশে সংবিধান বিপন্ন। নরেন্দ্র মোদি থাকলে দেশের বহুত্ববাদ ভেঙে পড়বে। এই বৈঠক গেম চেঞ্জার। প্রশ্ন ছিল জোটের নেতা কে হবেন? কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়ে দিল, 'কেউ একজন নন, জোটে সবাই নেতা।'

বস্তুত এটাই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। জোটের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর দাবি থেকে সরে এলেন সোনিয়া-রাহুলরা।বিধায়ক কিনে নেওয়ার সর্বোচ্চ উদাহরণ সৃষ্টি করার পর দল ভাঙারও চেষ্টা হবে না কে বলল। হয়তো সেই জন্য সোনিয়া গান্ধী থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লালু যাদব থেকে এম কে স্ট্যালিন, সবাই অতি সতর্ক।

সোমবার প্রস্তুতিসভায় সেটাই বেশি গুরুত্ব পেল। আজ মঙ্গলবার তাজ ওয়েস্ট ইন হোটেলে মেগা বৈঠক। ২০২৪-কে সামনে রেখে বিরোধী জোটের বড় ঘোষণা হবে। সকাল ১১টায় বৈঠক শুরু। দুটো পর্যন্ত চলার পর সাংবাদিক বৈঠক। সোমবারের প্রস্তুতি বৈঠকে সব দলের হাতে একটি কর্মসূচির খসড়া তুলে দেওয়া হয়। তার ভিত্তিতে আজ আলোচনা করে একটি অভিন্ন কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে ঘোষণা হবে। এদিনও সব দল একমত হয়েছে, বিজেপিকে হারাতে গেলে একের বিরুদ্ধে এক চাই।

সবাই এসে গিয়েছেন। বাড়তি মাত্রা সোনিয়ার উপস্থিতি। পাটনার চেয়ে দল আরও ভারী। সবাই নতুন জোট গঠনে একমত। ফলে বিলুপ্ত হতে চলেছে ইউপিএ।

মনমোহন সিং সরকারের সময় ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট বা ইউপিএর জন্ম হয়। বর্তমান পরিস্থিতির তাগিদে নতুন জোটের নতুন নাম ঘোষণা হতে পারে। ইন্ডিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্ট না কি ইউনাইটেড ইন্ডিয়া মোর্চা- কী নাম হবে মহাজোটের তা নিয়ে নেতারা ঘরোয়া কথা বলেছেন।

মোদী-শাহের রাজ্য থেকে জয়শঙ্কর সহ

বিজেপির তিন প্রার্থী রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার মতোই বিনা ভোটাভুটিতেই রাজ্যসভা নির্বাচনের পালা সাঙ্গ হল গুজরাতে। সোমবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদের উচ্চকক্ষে 'জয়ী' ঘোষণা করা হল বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর-সহ তিন বিজেপি প্রার্থীকে।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরে ২০১৯ সালের ৩০ মে মোদী মন্ত্রিসভার বিদেশমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন জয়শঙ্কর। এর পর গুজরাতের ওই আসন থেকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। ২০১৭ সালের রাজ্যসভা ভোটে ওই আসনের জয়ী হয়েছিলেন শাহ। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে গান্ধীনগর থেকে জেতার পরে রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন শাহ।১৩ জুলাই ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। পরিষদীয় পাটিগণিতের হিসাব অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্য থেকে বিজেপি তিন জন প্রার্থীকে অনায়াসে জেতাতে পারত।আগামী ২৪ জুলাই বাংলার সাতটি আসনের পাশাপাশি গুজরাতের তিন এবং গোয়ার একটি রাজ্যসভা আসনেও ভোটগ্রহণ এবং গণনার কথা ছিল।

এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং আর এক বিরোধী দল আপ প্রার্থী না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনটি আসনে জয়ী হল বিজেপি। জয়শঙ্করের পাশাপাশি বিজেপির অন্য দুই প্রার্থী, বাবুভাই দেশাই এবং কেশরীদের সিংহ ঝালাও রয়েছেন জয়ীদের তালিকায়।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

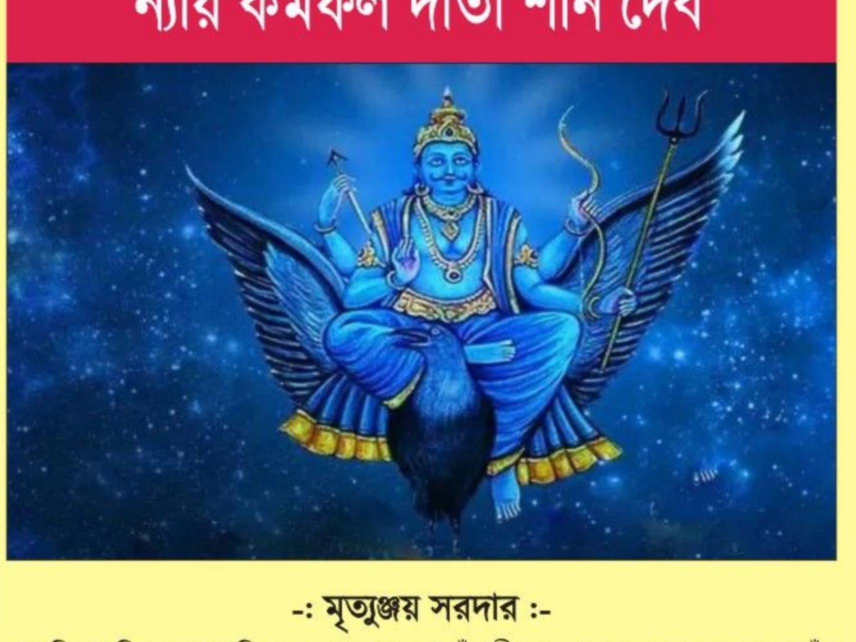

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

একদিন শনি ধ্যান করছিলেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী সুন্দর বেশভূষা করে এসে তাঁর কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। ধ্যানমগ্ন শনি কিন্তু স্ত্রীর দিকে ফিরেও চাইলেন না। অতৃপ্তকাম শনিপত্নী তখন শনিকে অভিশাপ দিলেন, "আমার দিকে ফিরেও চাইলে না তুমি!

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জনগণের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়াই একজন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের কাজ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

অমার্জনীয় ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতার দায় কোন সরকারই এড়াতে পারবে না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হলে সাংবাদিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অথচ আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তো দূরে থাক, কোন সাংবাদিক হত্যাকান্ডেরা বিচার হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে হরদম। সরকারকে এসব হত্যাকান্ডের বিচারে অবশ্যই আন্তরিক ও কঠোর হতে হবে। সাংবাদিক নির্যাতন অত্র হত্যাকান্ড নিয়ে কোন টালবাহানা দেশের জনগণ ও সাংবাদিক মহল মেনে নেবে না। তাই সংশ্লিষ্ট মহল এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও বাস্তবিক পদক্ষেপ নিয়ে অতি সত্বর মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে বিচারের সম্মুখীন করবে এটাই আমরা বিশ্বাস করি।দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, সংবাদপত্র, সাংবাদিক, সাংবাদিকতা বিষয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। সাংবাদিক মানেই ধান্দাবাজ, প্রতারক, ব্লাকমেইলার ও ভীতিকর কোনো প্রাণী, এমন ধারণাই পোষণ করে দেশের গরিষ্ঠ মানুষ। প্রকৃত সাংবাদিকরা এর কোনটাই নন। সাংবাদিকতা একটা মহান পেশা। এটা কেবল পেশা নয়, একজন সাংবাদিক এ সেবায় থেকে মানুষকে সেবা দিতে পারেন। দেশের কতিপয় অসৎ সম্পাদক, সাংবাদিক অর্থের বিনিময়ে সারাদেশে নানা অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের সাংবাদিকতার পরিচয়পত্র দিয়ে এ পেশার সম্মান হানি করছে। এরা সাংবাদিক নন। সাংবাদিক নামধারী। এদের কতকের কারণে সাংবাদিকতা যে একটি অনন্য পেশা তা দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে না। এখনও সংবাদপত্র জনগনের কথা বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বলেই দেশের মানুষ অনেকটা শান্তিতে আছেন। সৎ সাংবাদিকতার জায়গাটা বিলুপ্ত হলে দেশে দুর্ভোগ নেমে আসবে। একটি সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সারা দেশের হাজার হাজার সাংবাদিকের ঘাম শ্রম ও জীবনঝুঁকি জড়িত। গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমহীন কাজ করতে হয় অনেক সংবাদকর্মীর। অনেকটা নিশাচরের ভূমিকা তাদের। সাংবাদিকদের পারিবারিক জীবন বলতে কিছু নেই। কিন্তু কিছু অসৎ এবং ভুয়া সাংবাদিকদেও কারণে সাংবাদিকদের মূল্যায়ন সমাজে নেই বললেই চলে। পাশাপাশি নিরাপত্তাঝুঁকি তো রয়েছেই। সমাজের অনেক সাংবাদিক ত্যাগী, নির্লোভী ও সৎ। তারা মানবকল্যাণে, সমাজকল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন। এই দিকটিও সরকারকে আমলে নিতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হত্যা বন্ধ করা না গেলে সৎ, মেধাবী, যোগ্য, তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এখন যে সংবাদপত্রে ঢুকছেন, তারা নিরুৎসাহিত হবেন। এমনিতেই সাংবাদিকদের পেশাগত নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা নেই, তার ওপর যদি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাদের জীবনঝুঁকি বেড়ে যায় কিংবা তারা হামলা-হত্যার শিকার হন তাহলে কিভাবে সাংবাদিকতা পেশা বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে।আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাংবাদিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই এবং এর কোনো বিকল্প নেই।সাংবাদিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অথচ আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তো দূরে থাক, কোনো সাংবাদিক হত্যাকান্ডেরই বিচার হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে হরদম। সরকারকে এসব হত্যাকা-রে বিচারে অবশ্যই আন্তরিক ও কঠোর হতে হবে। সাংবাদিক হত্যার কোনো একটি মামলার বিচারকার্য আজ পর্যন্ত সুরাহা হয়নি। বিচার প্রক্রিয়ার এই দীর্ঘসূত্রতা অপরাধীদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে। ফলে তারা সাংবাদিকদের বাসগৃহে প্রবেশ করে নৃশংসভাবে হত্যা করার মতো স্পর্ধা দেখাতেও পিছপা হচ্ছে না। ভয়ে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে সত্যের সন্ধানে ছুটে চলেন দেশ-বিদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। যুদ্ধ, অগ্নিকান্ড, যে কোনো দুর্যোগ দুর্বিপাক, ঝড়-তুফান কিংবা মাদক বা সন্ত্রাসীদের আড্ডাখানায় ভয়াবহ বিপদ মাথায় নিয়ে ঢুকে পড়েন। একজন সৎ সাংবাদিক বিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন অন্তরালের অনেক অজানা তথ্য। উদঘাটন করে নিয়ে আসেন ঘটনার নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা গাঢ় রহস্য। কিন্তু এর কোনোটাই একেবারে সহজসাধ্য কোনো কাজ নয়। এসব কাজে যেমন আছে সম্মান, তেমনি আছে মারাত্মক ঝুঁকিও। তাই আমরা বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের নানাভাবে প্রতিপক্ষের জিঘাংসার শিকার হতে দেখি। নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে হয় তাদের। অবস্থাদৃষ্টে অকপটে বলতে হয়, আমাদের দেশের সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে নাগরিকগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পাশাপাশি তথ্য অধিকার চর্চার বিষয়টি তেমনি আরো গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সাংবাদিকগণই অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরে, সে কারণে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি মূলতঃ নির্ভর করছে সাংবাদিকদের আইনটি ব্যবহারের উপর।

তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নকল্পে অবাধ তথ্য প্রবাহের পরিবেশ সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ তথা এ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পূরণ হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে তখন যখন জনগণ আইটি ব্যবহারে অভ্যস্ত হবেন। তথ্য চাহিদাকারী বা ব্যবহারকারী তথা জনগণ এখন পর্যন্ত আইনের বিধান সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নন। আইনটি প্রণয়ের পূর্বে মনে করা হয়েছিল তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকরা সরকারের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য আরো সহজে যোগাড় করে জনগণকে সরবরাহ করতে পারবেন।

আইনটি প্রণয়নের পর যখন এর প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হন সাংবাদিকরা, তখন এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তারা অনেকেই পিছপা হতে থাকেন।সাংবাদিকরা মনে করেন, চিরাচরিত প্রথায় প্রভাব খাটিয়ে বা নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করায় তাদের পক্ষে অধিকতর সহজ এবং কম ঝুকিপূর্ণ হবে। তাছাড়া তথ্য আবেদন করে কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়া থেকেও রেহায় পাওয়া যায়। আইনটি সম্বন্ধে গণ-মাধ্যম কর্মীদের এই অবস্থানের একটি বড় কারণ আইনটি সম্পর্কে তাদের অসম্পূর্ণ ধারণা ও অভিজ্ঞতা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকদের তথ্য প্রবেশাধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় তথ্য অভিগম্যতা সর্বজনস্বীকৃত এবং আইনগত পটভূমিতে নাগরিকরিকদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষন, সরবরাহ ও ব্যবহার সংস্কার করা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের বাধাসমূহকে উন্মোচন করাকে জাতীয় উন্নয়ন ও গনতন্ত্রের জন্য বিশেষ সহায়ক ও জরুরী করণীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের চেয়ে গুরুত্ববহ। কেননা জনগণকে অবহিত রাখার মাধ্যমে সাংবাদিকরা পেশাগত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।অধিকাংশ সাংবাদিকই বিভিন্ন হুমকি, নির্যাতন ও রাজনৈতিক চাপের কারণে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনা। ২০০২ সালে ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টারের(এমএমসি) তথ্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার: সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, ৭২% সাংবাদিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পান না। তথ্য সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে ধারণার অভাব, তথ্যসূত্রের সীমাবদ্ধতা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার অভাব পরিলক্ষিত করেন ৪৩% সাংবাদিক। দুইহাজার ছয়শত আঠাশ জন সাধারণ নাগরিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায়, ৭৩% নাগরিক করেন সঠিক তথ্য প্রদান সমস্যা সমাধানের সহায়ক। এই গবেষণা আরো প্রকাশ করে বেশিরভাগ মানুষের সরকারিসুত্র বা সংস্থা থেকে তথ্য খোঁজায় অনীহা রয়েছে। এই গবেষণা মনে করে আইনটির সঠিক প্রয়োগে দুটি সুবিধা নিশ্চিত হবে-দুর্নীতি কমবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

শাহরুখের 'জওয়ান' নিয়ে উচ্ছ্বসিত সালমান যা বললেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার (১০ জুলাই) মুক্তি পায় বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের 'জওয়ান' সিনেমার প্রিভিউ ভিডিও। ২ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে শাহরুখকে দেখা গেছে একাধিক রূপে। কেরিয়ারের প্রথম একই সিনেমায় শাহরুখের এতগুলো লুক প্রকাশিত হয়েছে। 'বহুরূপী' শাহরুখকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ভক্তরা।

এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে সেই প্রিভিউ পোস্ট করে অনেক তারকাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। বলিউড ভাইজান সালমান খানও এর বাইরে যাননি, তিনি ভিডিওটি শেয়ার করে জানালেন, প্রথম দিনেই প্রেক্ষাগৃহে যাবেন বন্ধু শাহরুখের সিনেমা দেখতে।

প্রিভিউটি পোস্ট করে সালমান লেখেন, 'পাঠান জওয়ান বান গায়া, অসাধারণ প্রিভিউ, প্রচণ্ড পছন্দ হয়েছে। এই ধরনের সিনেমা একমাত্র প্রেক্ষাগৃহেই দেখা উচিত। আমি নিশ্চিতভাবে প্রথম দিনেই দেখতে যাচ্ছি। মাজা আহ গায়া ওয়াহহহ।'

অ্যাটলি কুমারের পরিচালিত 'জওয়ান'-এ শাহরুখের বিপরীতে রয়েছেন দক্ষিণী সিনেমার লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। এছাড়াও রয়েছেন দক্ষিণী সিনেমার তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় সেতুপতি। আর সিনেমাটিতে অতিথি চরিত্রে চমক দেবেন দীপিকা পাড়ুকোন। উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল 'পাঠান'। এতে শাহরুখের সঙ্গে অ্যাকশন দৃশ্যে অংশ নিতে দেখা যায় সালমানকে। এদিকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল সালমানের 'টাইগার থ্রি'তে দেখা যাবে শাহরুখকে। 'পাঠান' ও 'টাইগার'-এর এই 'ক্রসওভার'

দর্শকরা খুবই পছন্দ করেছেন। তাই সালমানের 'টাইগার থ্রি'র অপেক্ষায়ও রয়েছে।

নেচে ঝড় তুলেছেন তামান্না

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রজনীকান্তের আসন্ন ছবি 'জেলার'-এর গান কাভাল্লার প্রোমো মুক্তি পেতেই ঝড় উঠে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দক্ষিণী বোম্বশেল তামান্না ভাটিয়ার ডান্সস্টেপ ওরফে হুকস্টেপ এখন ভাইরাল। কোঁকড়া চুলের তামান্নার শরীরী বিভঙ্গ থেকে চোখ সরাতেই পারছেন না ফ্যানরা। আর এসবের মাঝেই এক ফ্যান শাকিরার 'ওয়াকা ওয়াকা' গানের সঙ্গে সিংক করাল কাভাল্লাকে।

তামান্নার নতুন নামকরণ তিনি করেছেন 'ইন্ডিয়ান শাকিরা', এই ভিডিও চোখে পড়েছে তামান্নারও।

টুইট করে তিনি বলেছেন, 'মানতেই হবে, এই সিংক বেশ ভালো।'

তবে তামান্নার 'কাভাল্লা'র আগে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণের রেশ এখনো কাটেনি অনেকের।

'লাস্ট স্টোরিজ ২' ছবিতে জুটি বেঁধেছিলেন তামান্না এবং বিজয় ভার্মা। পর্দায় প্রেমে করার জন্য এই প্রথম একত্রিত হয়েছিলেন এই জুটি। কিন্তু তাদের প্রেম পর্দা থেকে গড়িয়েছে বাস্তবেও। তামান্না-বিজয়ের কেমিস্ট্রিতে এখনো বুঁদ দর্শকরা। আগস্টেই মুক্তি পাচ্ছে সুপারস্টার রজনীকান্তের এই সিনেমা। নেলসন দিলীপকুমারের পরিচালনায় 'জেলার' সিনেমাটিতে আরো অভিনয় করছেন রাম্যা কৃষ্ণন, শিব রাজকুমার ও মোহনলাল। চলতি বছরের ১০ আগস্ট এটি মুক্তি পাবে।

নায়িকা হতে ৫ কেজি ওজন কমানো দরকার, ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন হুমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে বডি শেমিং নিয়ে বহু নায়িকাই মুখ খুলেছেন। এবার সে তালিকায় সামিল হলেন 'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর' অভিনেত্রী হুমা কুরেশি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে হুমা জানান, বডি শেমিংয়ের বিষয়টি তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিচ্ছিল। তার প্রকাশিত ছবিতে তাকে নিয়ে যে মন্তব্যগুলো আসত তা হচ্ছে, 'ইসসস, কেমন পোশাক পরেছে দেখো', 'হাঁটু দেখো, থাই দেখো'। শরীরের কোনও কোনও অংশ জুম করে তা গোল করে দেখানো। হুমা কুরেশি জানান কেরিয়ারের শুরুর দিকে যখন এই কথাগুলো তিনি শুনতেন তখন তার মনে নিজেকে নিয়েই প্রশ্ন উঠত। 'আমাকে কী সুন্দর লাগছে না!' ফলে তিনি নিজেকে বদলানোর চেষ্টাও করেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারেন সেটা ঠিক হচ্ছে না।

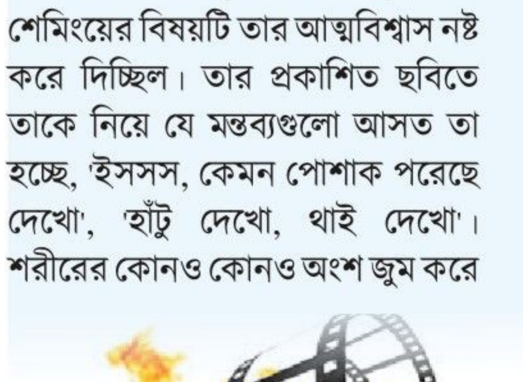

হুমা জানান, ব্যক্তিগত জীবনে ওজন নিয়ে নিজের কখনও সমস্যা হয়নি। তবে তিনি যখন অভিনেত্রী হওয়ার কথা ভাবেন, তখন অনেকেই তাকে লাইপোসাকশন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিষয়টি স্মৃতিচারণ করে জানান, এক সাংবাদিকও একবার তাকে ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ ক্যামেরার সামনে একটি নির্দিষ্ট চেহারাতেই আসা উচিত। সঙ্গে তাকে নিয়ে এক সমালোচকের মন্তব্যও নিয়ে আসেন তিনি, যেখানে লেখা ছিল, 'মিষ্টি মুখের সঙ্গে খুব ভালো অভিনেত্রী। তবে অন্তত ৫ কেজি ওজন কমানোর দরকার মেইনস্ট্রিম নায়িকা হতে হলে।' হুমা জানান, সেই রিভিউ পড়ে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন।

বর্তমানে হুমাকে দেখা যাচ্ছে 'তরলা' সিনেমায়। যা ভারতের জনপ্রিয় মহিলা শেফ তরলা দালালের জীবনীর উপর নির্মিত। সঙ্গে হুমার জনপ্রিয় সিরিজ 'মহারানি'র তৃতীয় সিজনের কাজও শুরু হয়েছে সম্প্রতি। যা নিয়ে টুইটারে পোস্ট করেছিলেন নির্মাতারা।

'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর' দিয়ে বলিউডে পা রাখেন হুমা কুরেশি। এরপর 'বদলাপুর', 'এক থি ডায়েন', 'জলি এলএলবি ২'-এর মতো একাধিক হিট সিনেমার নায়িকা হয়েছেন।

ব্যক্তিগত সহকারীকে নিয়ে ক্যাটরিনার আবেগঘন পোস্ট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত সচিবকে নিয়ে বলিউডের জনপ্রিয় নায়িকা ক্যাটরিনা কাইফের পোস্ট ছুঁয়ে গেল নেটিজেনদের মন। তার ব্যক্তিগত সহকারী অশোক শর্মাকে নিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে অশোকের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাটরিনা লিখেছেন, 'আজ ২০ বছর হয়ে গেল মিস্টার অশোক শর্মা। ইনি গত ২০ বছরে আমার সঙ্গে সব থেকে বেশি সময় কাটিয়েছেন। হাসিঠাট্টা থেকে অনুপ্রেরণা, আলোচনা... এমনকি, আমার ভালোর জন্যই আমার সঙ্গে ঝগড়াও করেছেন তিনি। সেটে কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে সে কেঁদেছে। ওর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এত বছরে একটুও পাল্টায়নি। এখন তো আমি কী চাই, সেটা আমি নিজে বুঝে ওঠার আগে অশোক বুঝতে পেরে যান। এ রকমভাবেই আরও ২০ বছর কেটে যাক।'

অভিনেত্রীর এই আবেগঘন পোস্টকে বাহবা জানিয়েছেন তার অনুরাগীরা। ভিকি ঘরনির এই পোস্টে মন্তব্য করেছেন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, সোনাল চহ্বন, দিয়া মির্জা, নিমরত কৌরের মতো তারকারাও।

স্পন্সর প্রতিষ্ঠান

পাচ্ছে না চেলসি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইতোমধ্যেই ২০২৩-২৪ মৌসুমের জার্সি উন্মোচন করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি। গত মৌসুমে ক্লাবটি খুব একটা ভালো করতে পারেনি। লিগ শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে থাকার লক্ষ্য নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ দুইজন কোচকেও বরখাস্ত করেছে। তারপরও আশানুরূপ ফলাফল পায়নি ব্লুজরা। টেবিলের ১২তম স্থান থেকে লিগ শেষ করতে হয়েছে চেলসিকে। যার প্রভাব পড়েছে ক্লাবটির স্পন্সরশিপেও। তাদের উন্মোচিত জার্সির সামনের অংশে কোনো স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের নাম দেখা যায়নি। জানা গেছে, নতুন মৌসুমের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো স্পন্সরের খোঁজ পায়নি ক্লাবটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে প্রথম সারির ক্লাবগুলোর অন্যতম একটি চেলসি। মতান্তরে ক্লাবটিকে প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ সফল ক্লাবও বলা হয়। তারপরও তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছাড়াই জার্সি প্রকাশ করতে হয়েছে। গত মৌসুম পর্যন্ত ক্লাবটির স্পন্সর হিসেবে ছিল টেলিকমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠান থ্রি।

গত মৌসুমের পরই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চেলসির চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। তবে সর্বশেষ মৌসুমে বাজে অবস্থান নিয়ে লিগ শেষ করার কারণে থ্রি আর তাদের সঙ্গে চুক্তি নবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। আসন্ন মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য আলোচনা করে চেলসি।

তাদের আলোচনা অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিল। প্যারামাউন্ট প্লাস এবং স্টেক নামের দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেনি চেলসি। বেটিং প্রতিষ্ঠান স্টেকের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব না হওয়ার নেপথ্যে ছিল প্রিমিয়ার লিগ সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের আপত্তি।

তাছাড়া চেলসি ফুটবল ক্লাবের সমর্থকরাও কোনো বেটিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্লাবটির চুক্তি হোক সেটা পছন্দ করেনি। রীতিমতো সমর্থকরা এই প্রসঙ্গের বিরোধীতা করেছে। এক জরিপে দেখা গেছে ৭৭ শতাংশ সমর্থক চান না তাদের প্রিয় ক্লাবের জার্সিতে কোনো বেটিং প্রতিষ্ঠানের লোগো থাকুক। তাছাড়া চলতি বছরের এপ্রিলে প্রিমিয়ার লিগ ঘোষণা দেয় ২০২৫-২৬ মৌসুমের পর থেকে কোনো বেটিং প্রতিষ্ঠানের লোগো জার্সির সামনে থাকতে পারবে না।

চেলসি জানিয়েছে আগামী ১৬ আগস্ট থেকে ওয়েবসাইটে ও তাদের নিজস্ব দোকানগুলোতে নতুন জার্সি পাওয়া যাবে। আগামী ১৩ আগস্ট লিভারপুলের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে চেলসি। ২৩ আগস্ট থেকে বড় পরিসরে জার্সি বিক্রি শুরু হবে বলেও জানা যায়। প্রাক-মৌসুম যুক্তরাষ্ট্র সফরেও চেলসিকে পৃষ্ঠপোষকবিহীন জার্সি পড়েই মাঠে নামতে হচ্ছে। এর আগে গত মৌসুমের শুরুতে নটিংহ্যাম ফরেস্টের জার্সিতেও কোনো পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল না।

আল নাসরকে দলবদলে

নিষেধাজ্ঞা দিল ফিফা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আগামী দলবদলে ফুটবলার কেনার ক্ষেত্রে ফিফার নিষেধাজ্ঞা পেয়েছে সৌদি আরবে ক্লাবর আল নাসর। এর ফলে, নতুন মৌসুমের জন্য দল গোছানোর পরিকল্পনা আপাতত বন্ধই রাখতে হবে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে।

সাবেক ফুটবলারের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় নতুন ফুটবলার ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা পেয়েছে আল নাসর। ২০১৮ সালে সৌদি ক্লাবটি ইপিএলের ক্লাব লেস্টার সিটি থেকে আহমেদ মুসাকে দলে ভেড়ায়। ২০২০ সালে মুসাকে ছেড়েও দেয় ক্লাবটি। কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী এড অঙ্গের টাকা পরিশোধ করেনি সৌদি ক্লাবটি।

মাত্র ৩ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ড পরিশোধ না করায় ফিফা থেকে নিষেধাজ্ঞা পায় আল নাসর। যদিও ২০২১ সালে সৌদি ক্লাবটিকে সর্তক করেছিল ফিফা। কিন্তু ফিফার সেই সতর্ককে সেসময় পাত্তা দেয়নি রোনালদোর আল নাসর। এদিকে, নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর আল নাসরের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফিফা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে তারা অর্থ পরিশোধ করতে রাজি আছে।

উল্লেখ্য, চলতি মৌসুমে বেশ ক'জন ইউরোপের বড় ফুটবলার আনার পরিকল্পনা ছিল আল নাসরের। ইতোমধ্যেই ইন্টার মিলান থেকে মার্সেলো ব্রোজোভিককে দলে ভিড়িয়েছিল তারা।

খুব বেশি দূরে নেই মেসির অবসর!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বর্তমান ফুটবলে সবচেয়ে সুসজ্জিত খেলোয়াড় বিশ্বজয়ী লিওনেল মেসি। গোল, দলীয় শিরোপা ও ব্যক্তিগত অর্জন- সবই আছে তার ঝুলিতে। গত মাসেই ৩৬ বছরে পা দিয়েছেন মেসি। যে বয়সে বুটজোড়া তুলে রাখার কথা, সেই বয়সে তিনি আগের চেয়ে বেশি ক্ষুরধার। এরই মধ্যে ইউরোপের পাট চুকিয়ে নাম লিখিয়েছেন আমেরিকান ক্লাব ফুটবলে। সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে গেছেন বলা চলে। প্রশ্নটাও তাই এসে যায়, কবে অবসর নেবেন মেসি?

গত জুনে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে এশিয়ায় সফর করে। সে সফরে মেসির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে 'টেলিভিশন পাবলিকা' নামে আর্জেন্টিনার একটি টিভি চ্যানেল। সেখানেই মেসির অবসর প্রসঙ্গ ওঠে আসে। উপস্থাপিকার পাশাপাশি ভিডিওবার্তায় মেসির সতীর্থরাও অবসরের প্রশ্ন করেন তাকে।

সেখানে বরাবরের মতোই সরল জবাব দেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। অবসর প্রসেঙ্গ বলেন, 'আমি জানি না কতদিন চালিয়ে যাব। কখন এটি হবে, তা নিয়ে ভাবি না। যখন হওয়ার হবে। ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে এসে সবকিছু অর্জন করার পর এখন একটাই কাজ করি। খেলাটা উপভোগ করে যাই। জানি সময়টা খুব নিকটে, কিন্তু কখন তা জানি না। সৃষ্টিকর্তা ভালো জানেন সবকিছু।'

৪৬ মিনিটের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে নিজের খারাপ সময়, সেখান থেকে ফিরে আসা, সাফল্য পাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন লিওনেল মেসি।

এবার কি নেইমারকে

পুরো মৌসুম পাওয়া যাবে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পিএসজিতে ছয় মৌসুম হয়ে গেল নেইমারের, কিন্তু কোনোবারই চোট এড়াতে পারেননি তিনি। প্রতিবারই কোনো না কোনো ইনজুরি তাঁর পিছু নেয়। তাতে ছয় মৌসুমের প্রতিবারই পুরোটা সময় তাঁকে খেলাতে পারেনি ফরাসি ক্লাবটি। সর্বশেষ ২০২২-২৩ মৌসুমেও ১৩৯ দিন মাঠের বাইরে ছিলেন চোটজনিত কারণে। ১২ আগস্ট থেকে শুরু লিগ ওয়ানের নতুন মৌসুম। তার আগে পিএসজির অনুশীলনে ফিরেছেন নেইমার। কিন্তু তাঁকে দেখার পর সমর্থকরা যতটা না খুশি হয়েছেন, ততটা শঙ্কায়ও এই ভেবে, যদি আবার চোটে পড়েন! পায়ের গোড়ালির ইনজুরিটাই বারবার তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

বার্সায় থাকাকালে অবশ্য এতটা চোটে ভুগতে হয়নি নেইমারকে। কিন্তু ক্যারিয়ারের বড় একটা অংশ পিএসজিতে কাটাচ্ছেন তিনি। এই সময়টা ভালোর বিপরীতে বেশি খারাপ আর চোটময়। যে কারণে তাঁকে প্রায়ই সমালোচনা শুনতে হয়। তবে চোটে পড়ার দোষ যে তার একার, সেটাও না। তারকাদের পায়ে বল গেলে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা সব সময় ভয়ে থাকেন। সে জন্য বল কেড়ে নিতে সর্বদা থাকেন তৎপর বিপক্ষ দলের ফুটবলাররা। নেইমার এই জায়গায় কৌশলটা প্রয়োগ করতে ব্যর্থই হন। বল না ছেড়ে ড্রিবল করার চেষ্টা চালান। যেটা তাঁর জন্য উল্টো বুমেরাং হয়ে যায়। তাতেই পড়ে যান বড়োসড়ো ইনজুরিতে।

বার্সা ছেড়ে আসার পর ২০১৭-১৮ মৌসুমে ডান পায়ের মেটাটারসালে চিড় ধরেছিল নেইমারের। যেটা তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য বড় এক দুঃসংবাদ বয়ে আনে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে অবধি মোট ৯০ দিন তাঁকে মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছিল। সেই যে চোট তাঁকে চিনল। এর পর নিয়মিতই ব্যথায় ভোগেন নেইমার। ২০১৮-১৯ মৌসুমে সেই পায়ে আরও বড় আঘাত পান। শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয় অপারেশনের টেবিলে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল অবধি চোট পরিচর্যায় সময় দিতে হয় নেইমারকে। এর পর মাঠে নামতে না নামতে আবার ইনজুরি হানা দেয় নেইমারের ঘরে। গোড়ালির লিগামেন্টে ক্ষত দেখা দেওয়ায় ৬৩ দিনের মতো ছিটকে যান নেইমার।

বারবার চোটে পড়ায় ফিটনেস সমস্যাও প্রকট হয়ে ওঠে। ২০১৯-২০ মৌসুমে ফিটনেস ঠিক না থাকার কারণে মাসখানেক মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এর মধ্যে গত কয়েক মৌসুমে চোটের সমস্যার সঙ্গে মাঠের পারফরম্যান্সেও ভাটার টান দেখা যায়। যে কারণে তাঁকে বেচতে উঠেপড়ে লাগে পিএসজি। সব শেষ লিওনেল মেসি প্যারিস থেকে ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ায় সেই সম্ভাবনা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। গত ক'দিনে তাঁর বার্সায় ফেরার যে গুঞ্জন ছিল, সেটাও এখন নেই। কাতালানদের পক্ষ থেকে এমন গুঞ্জন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এমবাপ্পের সঙ্গে পিএসজির সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় তারা নেইমারকে বিক্রির ইস্যুটিতে কম গুরুত্বের তালিকায় রেখেছেন। তাই নতুন মৌসুমে তাঁকে পিএসজির জার্সিতেই দেখা যাবে।

এবারও তাঁকে নিয়ে শঙ্কা গোড়ালির সমস্যাটা তাঁর বেশ পুরোনো। পিএসজিতে আসার পর ২০১৭-১৮ মৌসুমে মেটাটারসালে চিড় ধরেছিল। এরপর থেকে আর স্বস্তি নেই। প্রতি মৌসুমেই তিনি গোড়ালিতে চোট পাচ্ছেন। গত মৌসুমেও সেখানে চোট পান। এবারও তাই সেই শঙ্কা। তা ছাড়া প্রতিপক্ষও ভালো করে জানে বিষয়টি। সেজন্য সতর্ক হয়ে না খেললে তাকে আবার ভুগতে হতে পারে।

পিএসজি প্রয়োজনে

এমবাপ্পেকে 'ঘাড় ধাক্কা' দেবে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ঘাড় ধাক্কা, যার অর্থ জোর করে বের করে দেওয়া। কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে পিএসজির সম্পর্ক এখন এতটা জটিল পর্যায়ে, তারা প্রয়োজনে নিজেদের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে জোর করে ক্লাবছাড়া করতেও রাজি। সে জন্য সব ধরনের চাপ অব্যাহত রেখেছেন পিএসজি কর্তারা। কেবল বের করে দেওয়া নয়, তারা কিলিয়ানের ক্যারিয়ারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে চাইছেন। যেমনটা জানিয়েছে ফরাসি দৈনিক লে প্যারিসিয়েন।

মূলত, গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার এমবাপ্পের দুয়ারে কড়া নেড়েছিলেন পিএসজির মালিকপক্ষের লোকজন। তাঁকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েও লাভ হয়নি। কয়েকটি প্রস্তাবও দেওয়া হয়, কিন্তু এমবাপ্পে তাঁর আগের সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি কিছুতেই চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে রাজি নন। শুধু তাই নয়, আরেকটা মৌসুম খেলার পরই ক্লাব ছাড়তে চান, যা আগেই বলেছিলেন ফরাসি তারকা। কিন্তু পিএসজি কিছুতেই তাঁকে ফ্রি এজেন্ট হতে দেবে না। তারা এমবাপ্পের জন্য দুটি পথ খোলা রেখেছে হয় নতুন চুক্তি করতে হবে, না হয় এই গ্রীষ্মেই তাঁকে ক্লাব ছাড়তে হবে। কিন্তু এমবাপ্পে দুই পথের কোনোটিতেই হাঁটতে চাইছেন না। যে কারণে পরিস্থিতি দিন দিন আরও ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে এমবাপ্পেকে যদি শেষ পর্যন্ত বেচে দিতেই হয়, তবে আক্রমণভাগে তাঁর কাছাকাছি কাকে আনবে, সেটাও ভেবে রেখেছে পিএসজি। যতদূর জানা গেল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মার্কাস রাশফোর্ডকে পছন্দ পিএসজির মালিক খেলাইফির। তিনি এমবাপ্পের ছেড়ে যাওয়া আসনে এই ইংলিশ তারকাকে বসাতে চাইছেন।

ব্রাজিলের 'নতুন রোনালদো' বার্সেলোনায়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের ১৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ভিটর রকি। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে বিস্ময় বালক ভাবা হচ্ছে এই তরুণ ফুটবলারকে। আর তাই তার নাম দেওয়া হয়েছে 'নতুন রোনালদো'। এই 'নতুন রোনালদোকে' দলে ভিড়িয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা। ৭ বছরের চুক্তিতে তাকে দলে ভিড়িয়েছে কাতালান ক্লাবটি। যার ট্রান্সফার ফি ধরা হয়েছে ৪০ মিলিয়ন ইউরো। ১৮ বছর বয়সী রকি বর্তমানে খেলছেন অ্যাতলেটিকো পারানেন্সে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে বার্সেলোনায় যোগ দেবেন তিনি। ২০৩১ সাল পর্যন্ত তরুণ এই প্রতিভাবান ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি করেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। বার্সেলোনা জানিয়েছে, চুক্তিতে রকির বাইআউট ক্লজ রাখা হবে ৫০০ মিলিয়ন ইউরো। লতি বছরের শুরুতে অনূর্ধ্ব-২০ দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আলোচনায় আসেন রোকে। ৮ ম্যাচে আসরের সর্বোচ্চ ৬ গোল করেন তিনি। ব্রাজিলের শিরোপা জয়েও বড় ভূমিকা ছিল তরুণ এই প্রতিভাবান ফুটবলারের। ইতিমধ্যে ব্রাজিল দলেও খেলেছেন রকি। মরক্কোর বিপক্ষে অভিষেক হয় তার।

'পিএসজি একটি কারাগার,

খেলোয়াড়দের ব্ল্যাকমেইল করা হয়'

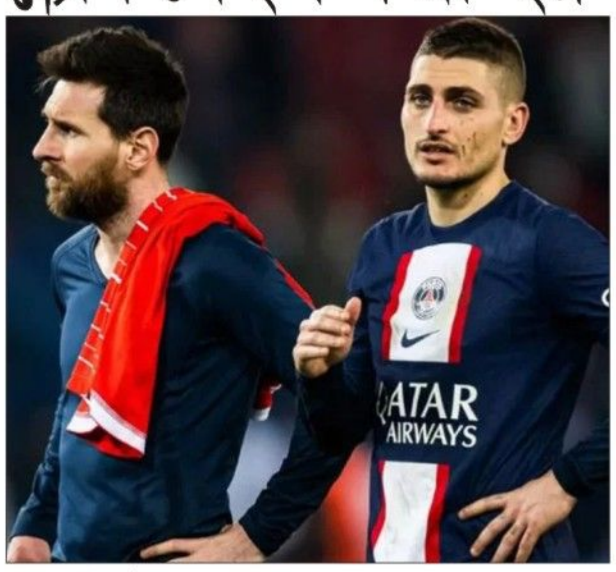

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ফরাসি ক্লাব পিএসজির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মার্কো ভেরাত্তির সাবেক এজেন্ট দোনাতো দি ক্যাম্পলি।

দি ক্যাম্পলি ক্রীড়া ওয়েবসাইট রেলেভোকে বলেছেন, প্যারিসে খেলোয়াড়রা অবরুদ্ধ। আপনি কখনো জানবেন না, তারা ক্লাবটিতে কী চায়; এটা একটা কারাগার এবং তাদের (খেলোয়াড়) ব্ল্যাকমেইল করা হয়। তিনি আরও বলেছেন, পিএসজির মানসিকতা হলো সব সময় ব্ল্যাকমেইলের। আমরা (ভেরাত্তি সম্পর্কে) বার্সেলোনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম; কিন্তু আমির (পিএসজির মালিক) সেটি পছন্দ করেননি। আল খেলাইফি (পিএসজি চেয়ারম্যান) এমনকি আমাকে বলেছিলেন, আমি যদি বার্সার সঙ্গে কোনো দেনদরবারে যাই তবে ভেরাত্তি আমাকে আর রাখবে না এবং সেটিই ঘটেছে। আমি নিশ্চিত, মার্কো ভয় পেয়েছিল। সে আমাকে সেটি জানায়নি, তবে এটাই ঘটেছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR